জাতীয় কৃষি আবহাওয়া
পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২২ মার্চ (বুধবার)
[সময়কালঃ ২২.০৩.২০২৩-২৬.০৩.২০২৩]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি:

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (২২ মার্চ ২০২৩, সকল ০৬ টা পর্যন্ত) এবং ২১ মার্চ ২০২৩ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২২ মার্চ ২০২৩ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩০.০	২০.৮	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০৪	২৮.০	২০.২
	টাঙ্গাইল	০০	২৯.০	২০.০		সন্দ্বীপ	০৮	২৬.১	১৮.৯
	ফরিদপুর	০০	৩১.২	১৯.৪		সীতাকুন্ড	৩৬	২৬.৫	১৮.০
	মাদারীপুর	১৫	৩০.৫	১৮.৭		রাঙ্গামাটি	১৪	২৭.৫	১৭.৫
	গোপালগঞ্জ	০৫	৩১.০	১৯.০		কুমিল্লা	১১	২৯.২	১৭.৭
	নিক্‌লি	০০	২৮.০	১৮.৯		চাঁদপুর	৩৬	৩১.২	১৯.১
						মাইজদীকোর্ট	২৬	২৮.০	১৮.৭
রাজশাহী	রাজশাহী	সামান্য	২৭.৫	২০.০		ফেনী	৮২	২৯.২	১৭.৮
	ঈশ্বরদী	০০	২৮.১	১৯.৩		হাতিয়া	১৯	২৮.৪	২০.০
	বগুড়া	০০	২৭.৬	২০.৫		কক্সবাজার	০২	৩০.৫	২০.৬
	বদলগাছী	০০	২৭.১	১৯.৭		কুতুবদিয়া	০৪	২৯.৫	১৬.৮
	তাড়াশ	০০	২৭.০	১৯.৮		টেকনাফ	০৭	৩২.৬	১৯.৬
						বান্দরবান	০২	২৮.০	১৮.৯
রংপুর	রংপুর	০০	২৭.৫	১৯.৮					
	দিনাজপুর	০০	২৭.০	১৯.৫	খুলনা	খুলনা	০৩	৩১.৭	১৯.০
	সৈয়দপুর	০০	২৮.২	১৮.৮		মংলা	০১	৩১.৮	১৯.৩
	তেঁতুলিয়া	০৪	২৭.২	১৬.৩		সাতক্ষীরা	১২	২৯.৫	১৯.০
	ডিমলা	০০	২৬.৫	১৭.০		যশোর	সামান্য	৩২.০	১৮.২
	রাজারহাট	০০	২৬.৬	১৮.৫		চুয়াডাঙ্গা	০১	৩০.০	১৮.৬
						কুমারখালী	০০	২৯.৮	২০.০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	২৮.০	২০.০					
	নেত্রকোনা	১০	৩০.৫	২০.০	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩১.৮	১৮.৮
						পটুয়াখালী	১৯	৩১.৮	১৯.৪
সিলেট	সিলেট	০১	২৯.০	১৮.৯		খেপুপাড়া	০৯	৩২.১	১৯.২
	শ্রীমঙ্গল	১৩	২৭.২	১৭.৫		ভোলা	২০	৩০.২	১৮.৬

প্রধান বৈশিষ্ট সমূহ:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ২.৪৭ ঘন্টা ছিল |
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৪৩ মি: মি: ছিল |

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

পূর্বাভাস: চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি বৃষ্টি হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে ।

সপ্তাহের শেষে (২১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন:

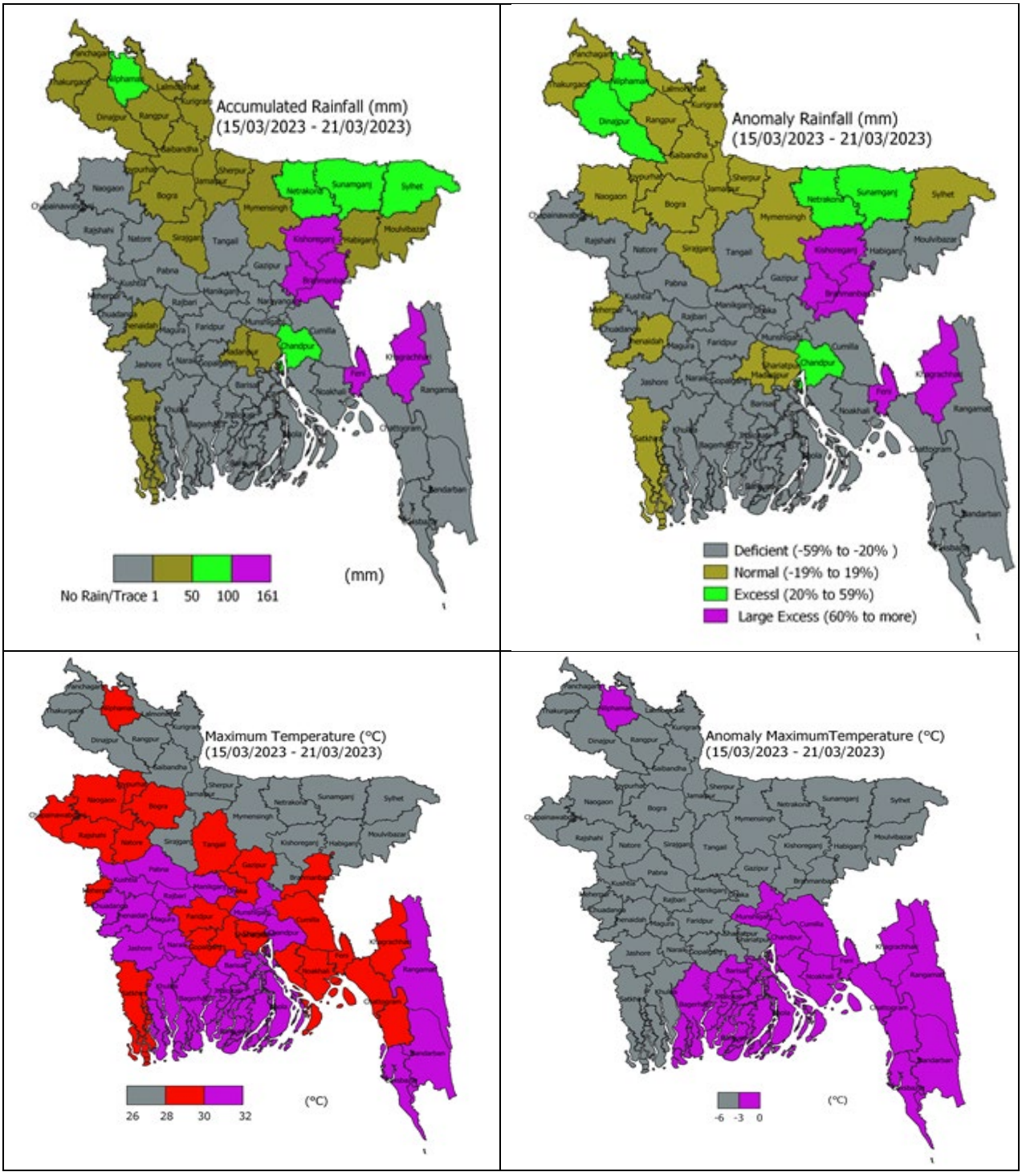

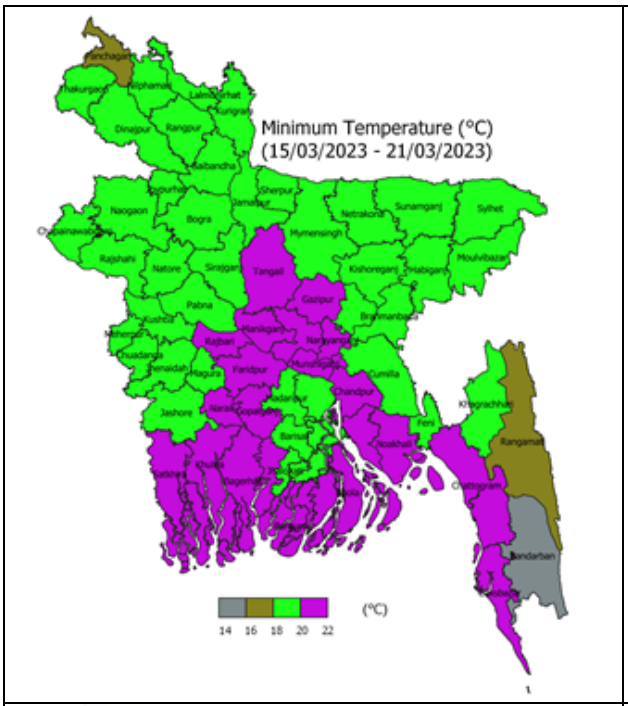
Minimum Temperature (°C)
(15/03/2023 - 21/03/2023)
(°C)
14 16 18 20 22

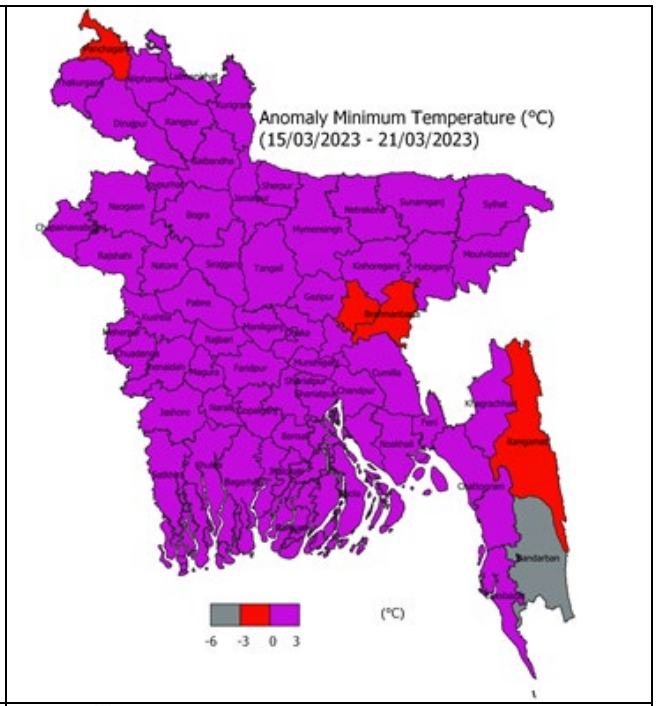
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(15/03/2023 - 21/03/2023)
(°C)
-6 -3 0 3

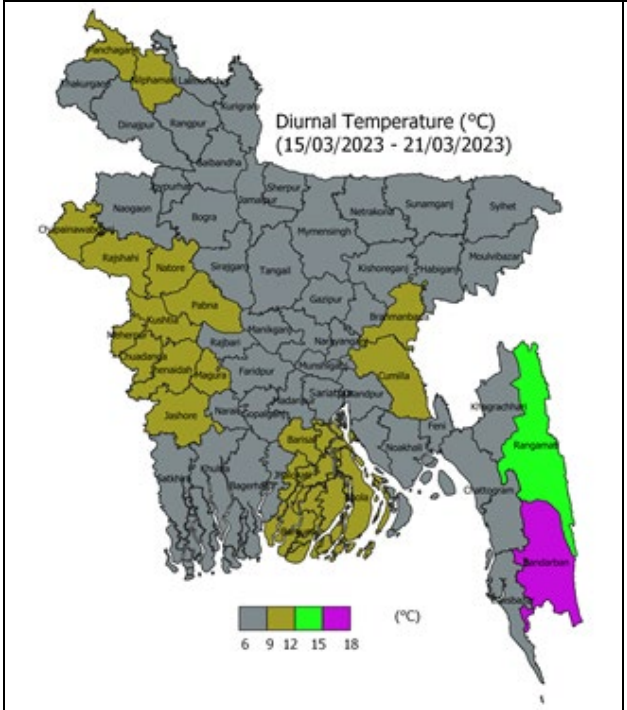
Diurnal Temperature (°C)
(15/03/2023 - 21/03/2023)
(°C)
6 9 12 15 18

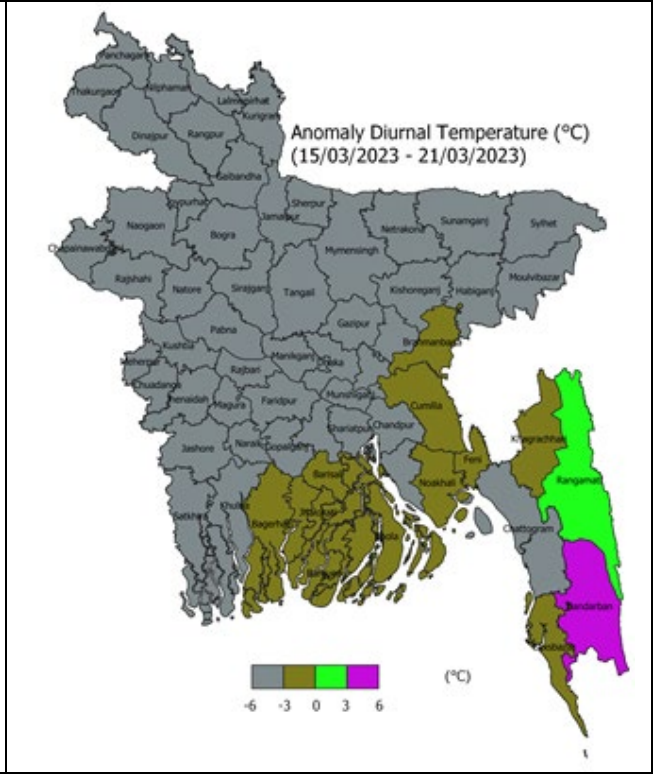
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(15/03/2023 - 21/03/2023)
(°C)
-6 -3 0 3 6

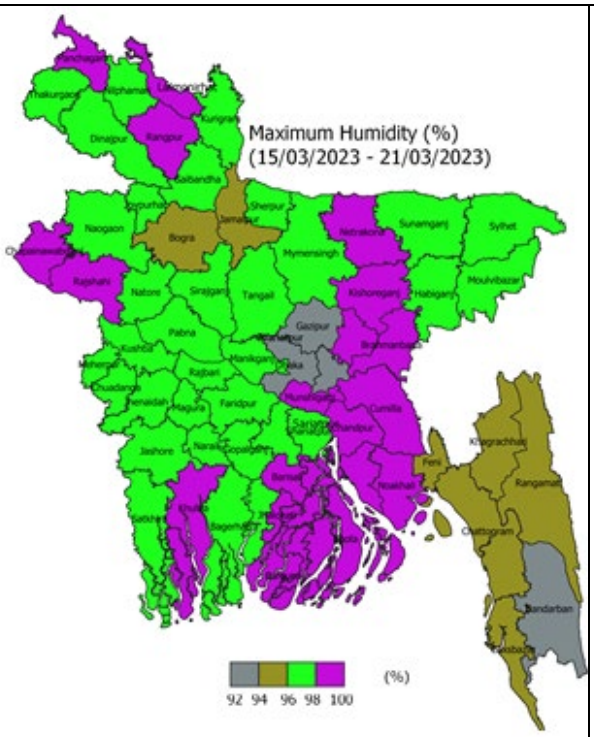
Maximum Humidity (%)
(15/03/2023 - 21/03/2023)
(%)
92 94 96 98 100

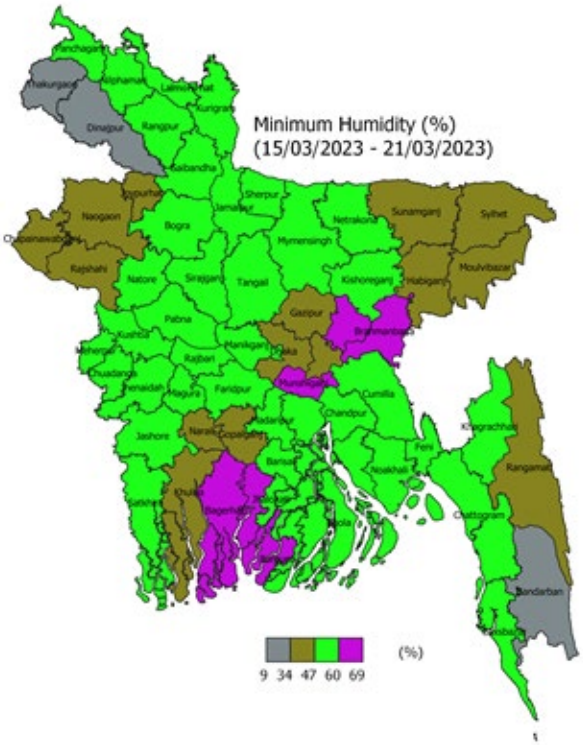
Minimum Humidity (%)
(15/03/2023 - 21/03/2023)
(%)
9 34 47 60 69

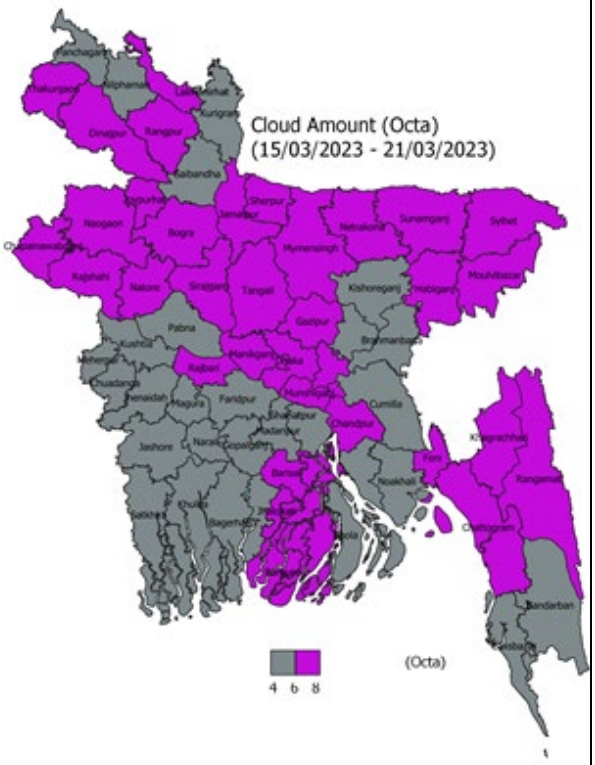
Cloud Amount (Octa)
(15/03/2023 - 21/03/2023)
(Octa)
4 6 8

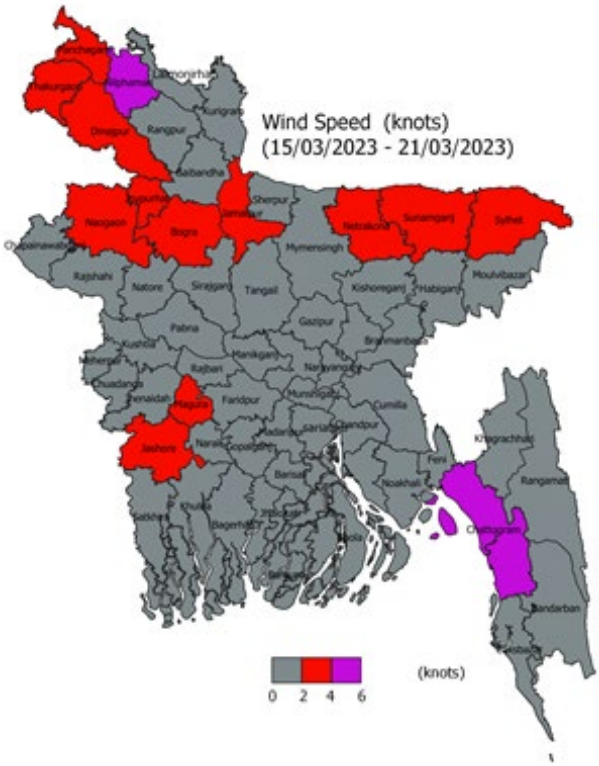
Wind Speed (knots)
(15/03/2023 - 21/03/2023)
(knots)
0 2 4 6

আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ২৩/০৩/২০২৩ হতে ০১/০৪/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত:

- এ সময় সিলেট বিভাগের অনেক স্থানে (৫০%-৭৫% এলাকা) অস্থায়ী দমকা হাওয়া, বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে শিলা বৃষ্টিসহ মাঝারি (২৩-৪৪ মি.মি./দিন) ধরনের ভারী থেকে ভারী (৪৪-৮৮ মি.মি./দিন) বর্ষণ হতে পারে। এ ছাড়া ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু স্থানে (২৫%-৫০% এলাকা) ; রাজশাহী, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক স্থানে (২৫% এর কম এলাকা) অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ মাঝারি (২৩-৪৪ মি.মি./দিন) ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। তবে এ সময়ের ২৪-২৫ মার্চ আকাশ আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া প্রধানত: শুষ্ক থাকতে পারে।
- এ সময় সারাদেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

আগামী ০৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমাণগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২২ মার্চ হতে ২৬ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত)

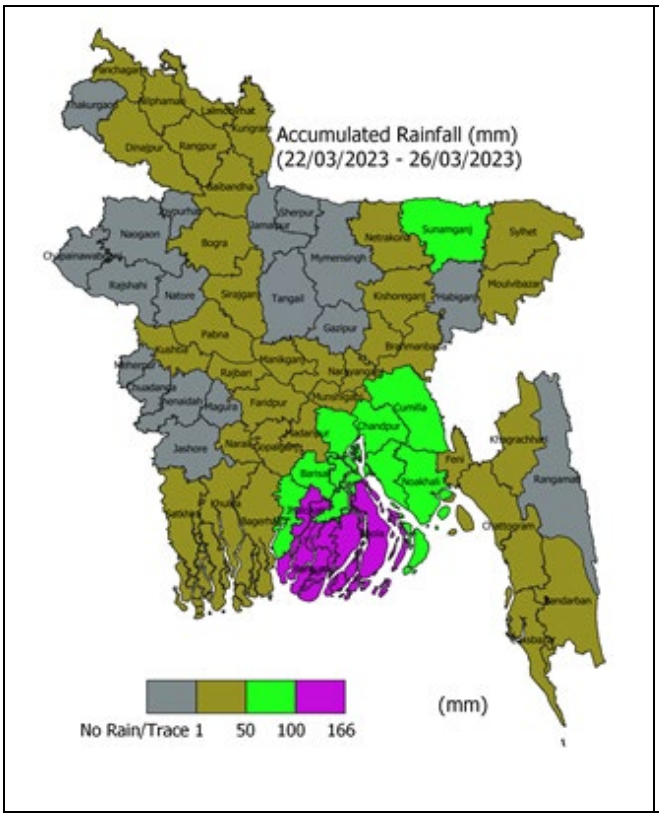

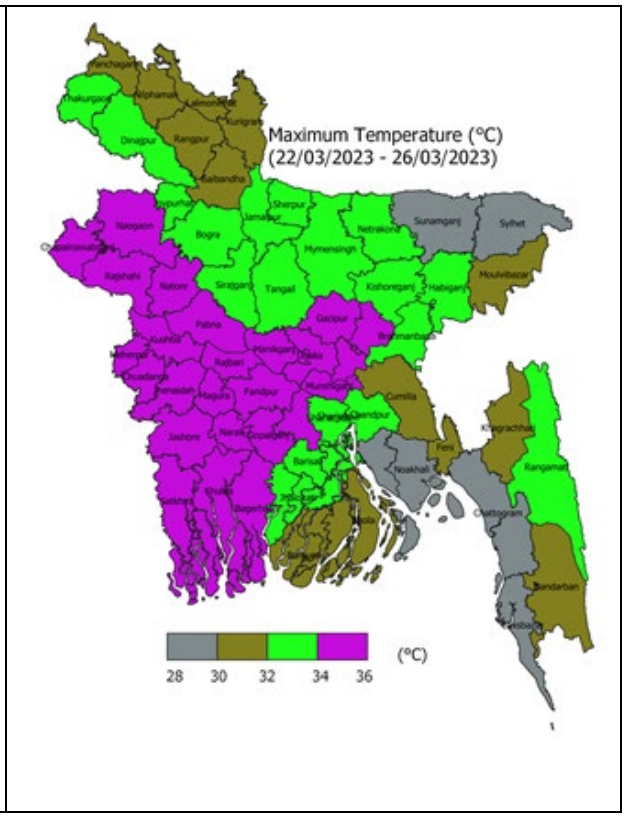

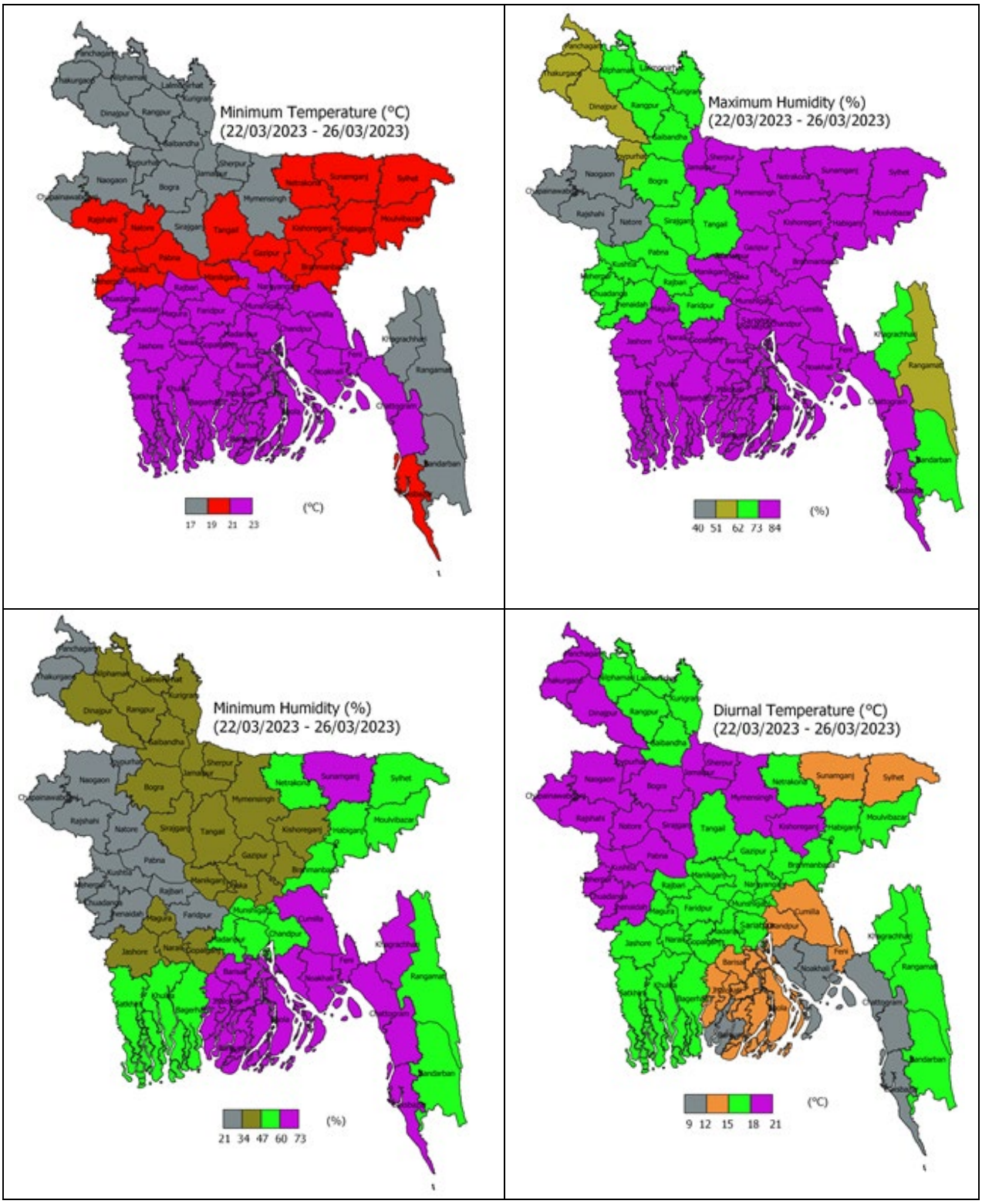
Minimum Temperature (°C)
(22/03/2023 - 26/03/2023)
17 19 21 23
(°C)
Maximum Humidity (%)
(22/03/2023 - 26/03/2023)
40 51 62 73 84
(%)
Minimum Humidity (%)
(22/03/2023 - 26/03/2023)
21 34 47 60 73
(%)
Diurnal Temperature (°C)
(22/03/2023 - 26/03/2023)
9 12 15 18 21
(°C)

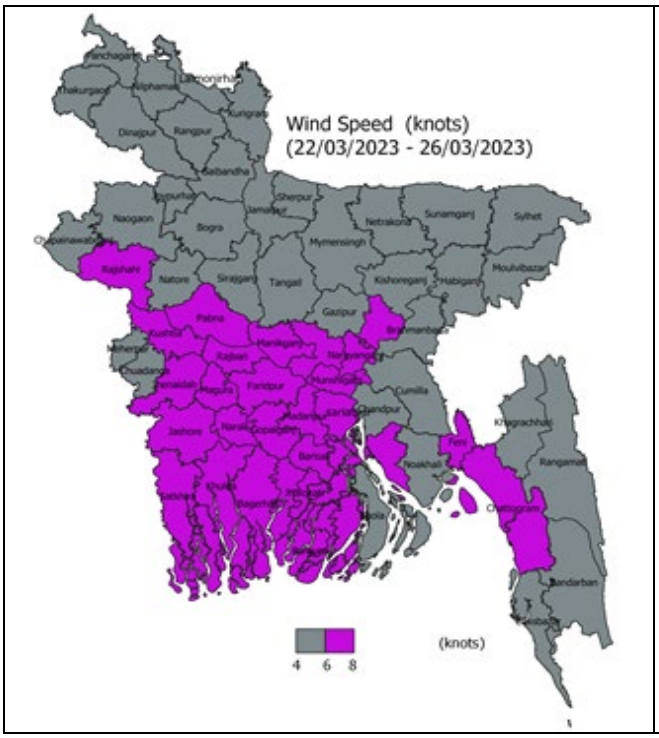

Wind Speed (knots)
(22/03/2023 - 26/03/2023)
4 6 8
(knots)

Different Satellite Products over Bangladesh

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 11 (12 March-18 March) over Agricultural regions of Bangladesh

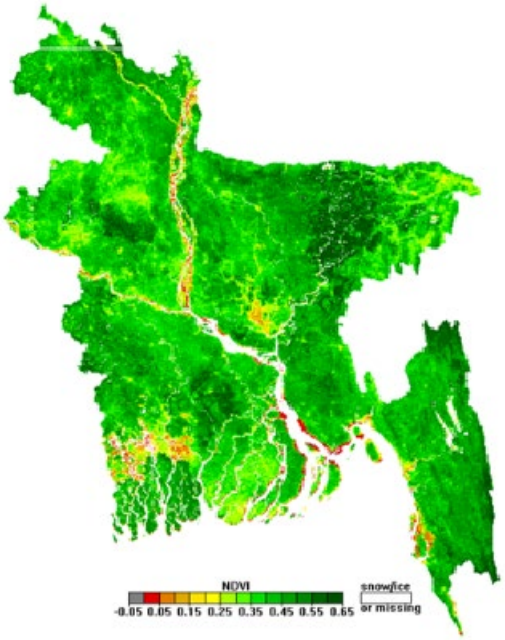

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 11 (12 March-18 March) over Agricultural regions of Bangladesh

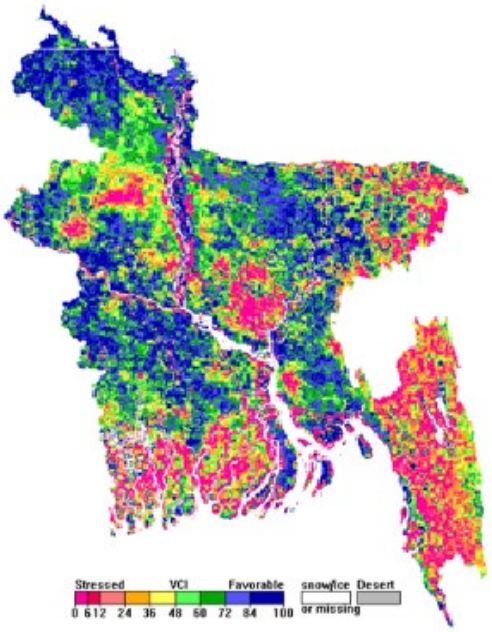

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 11 (12 March-18 March) over Agricultural regions of Bangladesh

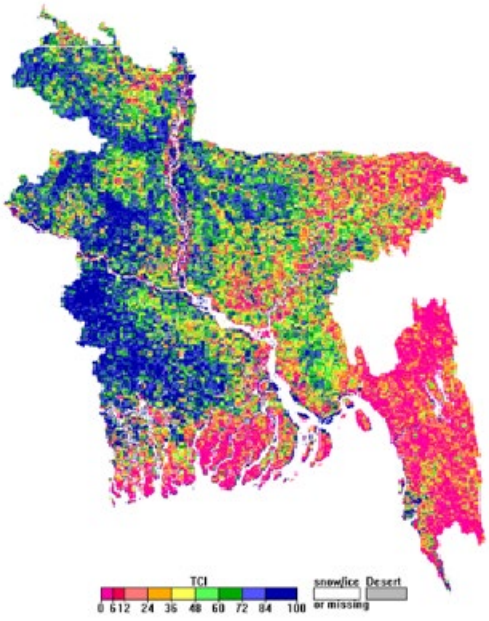

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 11 (12 March-18 March) over Agricultural regions of Bangladesh

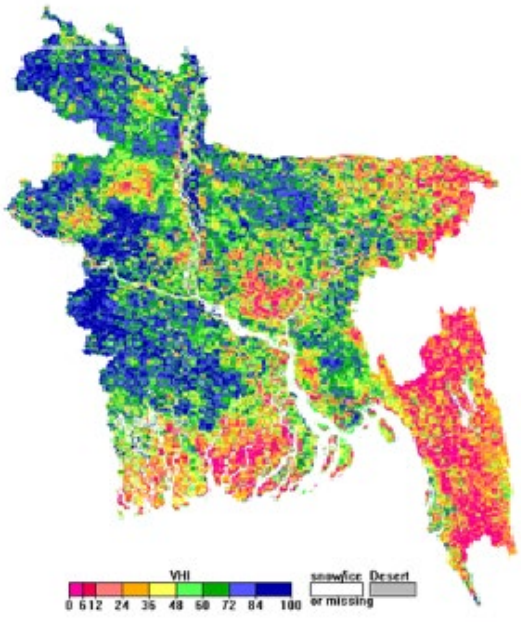

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

মধ্য মেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের অধিকাংশ জেলায় তেমন বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো:

রাজশাহী অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, এবং নওগাঁ)

পাট

- **পর্যায়:** চারা
- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের সুবিধার্থে জমির চারপাশে নালা তৈরি করুন।
- বপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য চাষিদের পরামর্শ দেয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে পাতার মোজাইক ভাইরাসের আক্রমণ হতে পারে। রোগ দমনের জন্য আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ধংস করে ফেলুন। এছাড়া হেজিন অথবা হেমিথ্রিন কীটনাশক @ ১.৫মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘ মুক্ত আবহাওয়ায় ৭ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ডাইথেন-এম ৪৫ @ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** শীষ বের হওয়া
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়িয়ে দিন যাতে সারির মধ্যে সঠিকভাবে সূর্যের আলো যেতে পারে।
- চারার বয়স ৯০-১১০ দিন হলে ইউরিয়া ও পটাশ সার শেষ উপরি প্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে। এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন (১০জি) ১৭.০ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে নলিমাছি বা গলমাছি এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। কার্বোফুরান হেক্টর প্রতি ১০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।

- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।

রংপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, এবং নীলফামারী)

পাট

- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলাকরণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়ো পোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলাকরণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।
- বৃষ্টিপাতের পানি সংরক্ষণ করে রাখুন যাতে পাট পচানোর কাজে ব্যবহার করা যায়।

ধান আউশ

- **পর্যায়:** বীজতলা
- আউশ ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।প্রতি বর্গ মিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০গ্রাম অঙ্কুরতি সুস্থ বীজ বপন করুন।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** পরিপক্ক থেকে কর্তন
- ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- প্রয়োজন অনুযায়ী হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।

দিনাজপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড়)

পাট

- **পর্যায়:** চারা
- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের সুবিধার্থে জমির চারপাশে নালা তৈরি করুন।
- বপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য চাষিদের পরামর্শ দেয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি @ ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি @ ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে পাতার মোজাইক ভাইরাসের আক্রমণ হতে পারে। রোগ দমনের জন্য আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ধংস করে ফেলুন। এছাড়া হেজিন অথবা হেমিথ্রিন কীটনাশক @ ১.৫মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘ মুক্ত আবহাওয়ায় ৭ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ডাইথেন-এম ৪৫ @ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:** বীজতলা
- আউশ ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।প্রতি বর্গ মিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০গ্রাম অঙ্কুরতি সুস্থ বীজ বপন করুন।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** পরিপক্ক থেকে কর্তন
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে নিষ্কাশন করুন।
- সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।

বগুড়া অঞ্চল (জেলাসমূহ: বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জ)

পাট

- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলাকরণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়ো পোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলাকরণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।
- বৃষ্টিপাতের পানি সংরক্ষণ করে রাখুন যাতে পাট পচানোর কাজে ব্যবহার করা যায়।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** কুশি গজানো

- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্র্যাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে নিষ্কাশন করুন।
- সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।

- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।

সিলেট অঞ্চল (জেলাসমূহ: সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, এবং হবিগঞ্জ)

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে নিষ্কাশন করুন।
- সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।

- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।

রাংগামাটি অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাংগামাটি, বান্দরবান, এবং খাগড়াছড়ি)

ধান আউশ

পর্যায়: বীজতলা

- আউশ ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।

- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।প্রতি বর্গ মিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০গ্রাম অঙ্কুরতি সুস্থ বীজ বপন করুন।
- পাখি যাতে বীজতলার বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চারা গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেমি পানি রাখুন যাতে আগাছা এবং পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** পরিপক্ক থেকে কর্তন
- ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।

বরিশাল অঞ্চল (জেলাসমূহ: বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, এবং ভোলা)

পাট

- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনা মূলক ভাবে দূর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:** বীজতলা
- আউশ ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।প্রতি বর্গ মিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০গ্রাম অঙ্কুরতি সুস্থ বীজ বপন করুন।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** পরিপক্ক থেকে কর্তন
- ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।

- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।

যশোর অঞ্চল (জেলাসমূহ: যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদাহ, মেহেরপুর, এবং মাগুড়া)

ধান বোরো

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্র্যাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেওয়া হলো।

- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।

ফরিদপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, এবং গোপালগঞ্জ)

পাট

- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনা মূলক ভাবে দূর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

ধান আউশ

- **পর্যায়:** বীজতলা
- আউশ ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।প্রতি বর্গ মিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০গ্রাম অঙ্কুরতি সুস্থ বীজ বপন করুন।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।

ঢাকা অঞ্চল (জেলাসমূহ: ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, এবং নরসিংদী)

পাট

- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)® ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনা মূলক ভাবে দূর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।

- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।

চট্টগ্রাম অঞ্চল (জেলাসমূহ: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষীপুর, নোয়াখালী এবং ফেনী)

ধান আউশ

- **পর্যায়:** বীজতলা
- আউশ ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন। উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।

- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।প্রতি বর্গ মিটার বীজতলার জন্য ৮০-১০০গ্রাম অঙ্কুরতি সুস্থ বীজ বপন করুন।
- পাখি যাতে বীজতলার বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চারা গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেমি পানি রাখুন যাতে আগাছা এবং পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** পরিপক্ক থেকে কর্তন
- ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।

- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।

কুমিল্লা অঞ্চল (জেলাসমূহ: কুমিল্লা, চাঁদপুর, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

পাট

- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)@ ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনা মূলক ভাবে দূর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।

- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।
- বৃষ্টিপাতের পানি সংরক্ষণ করে রাখুন যাতে পাট পচানোর কাজে ব্যবহার করা যায়।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- প্রয়োজন অনুযায়ী হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।

খুলনা অঞ্চল (জেলাসমূহ: খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট)

ধান বোরো

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্র্যাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।

ময়মনসিংহ অঞ্চল (জেলাসমূহ: ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা এবং শেরপুর)

পাট

- পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পাট ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন।
- পাটের বর্ধনশীল পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে সেজন্য সেচ ও নিষ্কাশন নালা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন।
- বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।

- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে উরচুংগা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ইসি ২.০মিলি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাটক্ষেতে হলুদ মাকড় এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে সালফার জাতীয় মাকড় নাশক যেমন, থিয়োভিট ৮০ডব্লিউজি ৩.৫গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফসলের এ পর্যায়ে পাটক্ষেতে শুঁয়োপোকা ও সেমিলুপার পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই এর মাধ্যমে পাতা সহ পোকার ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে অথবা কেরোসিন পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ প্রকট হলে ডায়াজিনন ৬০ইসি ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চলমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এবং ফসলের বর্তমান অবস্থায় পাট ক্ষেতে চারা ঝলসানো ও কান্ডপচা রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ডাইথেন-এম ৪৫/ইন্ডোফিল এম ৪৫)® ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় স্প্রে করুন। সব ধরনের বালাই ব্যবস্থাপনা মেঘমুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় করা উত্তম।
- বপনের ৪০-৫০ দিন পর ৩য় ও শেষ নিড়ানি, মালচিং ও চারা পাতলা করণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। এ পর্যায়ে যে সমস্ত চারা তুলনা মূলক ভাবে দূর্বল ও বৃদ্ধি কম সে গুলো তুলে ফেলাই উত্তম।
- বাতাসের গতি বেশি হলে দেশী পাট যে গুলো ৪ ফুটের বেশি লম্বা সে গুলো হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হেলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য ক্ষেতের চার পাশের ৪-৫টি পাটগাছকে একত্রে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বীজ বপনের ৪৫ দিন পর জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সার (২য় ও শেষ ডোজ) উপরি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হলো।
- নিয়মিত পাটক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন ও সময়োপযোগী ও কার্যকর রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা নিন।
- বৃষ্টিপাতের পানি সংরক্ষণ করে রাখুন যাতে পাট পচানোর কাজে ব্যবহার করা যায়।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** পরিপক্ক থেকে কর্তন
- ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।

সবজি

- বর্তমান আবহাওয়ায়, বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিকারের জন্য একরে ৪০টি ফেরোমন ফাঁদ বসানোর পরামর্শ দেওয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতে যে সমস্ত টমেটো ও বেগুন ক্ষেত ফল ধরা পর্যায়ে আছে সে সমস্ত ক্ষেতে ব্লাইট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এন্টিব্যাক ১০ এসপি (স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৯%+ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ১%) @০.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- যেসব ফসল ফুল ও ফলধরা পর্যায়ে আছে সেসব ফসলে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করুন যাতে ফসলে রসের ঘাটতি না হয়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে, সবজি ফসলে শোষক পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ইস/ডাইমেথয়েট ৪০ ইসি @ ১.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন।
- জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে নিষ্কাশন করুন।
- সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।

উদ্যান ফসল

- এ সময় নারিকেলে কালো মাথার শুঁয়োপোকার উপদ্রব হতে পারে। কালো মাথার শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি @ ২.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার উভয় পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য নারিকেলের ছোবড়ার কম্পোস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- বিরাজমান আবহাওয়া লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাংকার রোগের জন্য অনুকূল। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট ৫০০-১০০০ পিপিএম বা ফাইটোমাইসিন ২৫০০ পিপিএম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২% ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করা যেতে পারে।
- আমের গুটি ঝরে পড়া রোধে গ্রোথ রেগুলেটর যেমন, প্লানোফিক্স/লিটোস/ক্যালবোর প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমে ফুল আসতে দেরি হলে ফুল আসা তরান্বিত করার জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট ১০ গ্রাম এবং ইউরিয়া ৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।

গবাদি পশু

- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা প্রদান করুন।
- মশা মাছি কমানোর জন্য ন্যাপথালিন কিংবা তারপিন তেল ব্যবহার করা যায়।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন। মশারি অথবা মাটির পাত্রে সাবধানতার সাথে কয়েল ব্যবহার করুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসের জন্য ডাকপ্লেগ রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করুন।
- মুরগীর রানীক্ষেত ও কলেরা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।
- পরিষ্কার পানি কিংবা অধিকতর গরমে গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহার করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

মৎস্য

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- পুকুরের প্রস্তুতির জন্য শতাংশে ১ কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।
- চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর সার প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন হলে প্রতি শতাংশে- ৪০-৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা মজুদ করুন।
- বড় আকারের পোনা মজুদ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণমত ভালো মানের খাবার প্রয়োগ করুন।
- প্রতি শতাংশে- ইউরিয়া ১৫০-২০০ গ্রাম, টিএসপি ৭৫-১০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।